বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

রাজশাহী পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাজশাহী এর অধীন সমাপ্ত ১৭ (সতের) টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ।

নির্বাহী প্রকৌশলী'র দপ্তর
রাজশাহী পওর বিভাগ
বাপাউবো, রাজশাহী ।

রাজশাহী পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাজশাহী এর অধীন সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

(ক) সমাপ্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ঃ

১। পদ্মা নদীর বামতীরে সারেংপুর সংরক্ষণমুলক প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুর নামক স্থানে অবস্থিত। রাজশাহী-চাপাঁইনবাবগঞ্জ সাবেক জাতীয় মহাসড়ক, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদি পদ্মা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য প্রকল্পটি ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে আরম্ভ হয়ে ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ২১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। লাঞ্চিং এ্যাপ্রোন অংশের কাজ যথাযথ থাকলেও ব্রিক মেট্রেসিং এর কাজ অধিকাংশ স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে ৫৭ মিটার প্রতিরক্ষা কাজ সিসি ব্লক দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১৫০ মিটার প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত কাজের চুক্তি মূল্য ১১৭.২৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২১০.০০ লক্ষ
২। ব্রিক মেট্রিসিং ও সিসি ব্লক দ্বারা নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	ঃ	৫০০.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৯৪-৯৫
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	১৯৯৫-৯৬

২। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন থেকে গোদাগাড়ী ডাকবাংলো ও রেল বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্পঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রেল বাজার হতে ডাকবাংলো পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীরে অবস্থিত বাজার, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, উপজেলা সদর, থানা ও ডাকবাংলো পদ্মা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি ১৯৮৯-৯০ সালে আরম্ভ হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৪০৩.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। লাঞ্চিং এ্যাপ্রোন অংশের কাজ যথাযথ থাকলেও ব্রিক মেট্রেসিং এর কাজ অধিকাংশ স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মেরামত করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৪০৩.২৪ লক্ষ
২। ব্রিক মেট্রিসিং ও সিসি ব্লক দ্বারা নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	ঃ	৩৬০০.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৮৯-৯০
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	১৯৯৪-৯৫

৩। সীমান্ত নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলী-বিদিরপুর বিওপি ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা উপ-প্রকল্প ঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলী-বিদিরপুর বিওপি ও তৎসংলগ্ন এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের হুমকীর সম্মুখীন হলে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। এই স্থানে পদ্মা নদীর ডানতীরে ভারত অবস্থিত হওয়ায় সীমান্ত এলাকা রক্ষায় প্রকল্পের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় জুন/২০০৬ সাল পর্যন্ত ১৬৯৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত বিওপি সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক এলাকা ও সম্পদ ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৬৯৪.৮০ লক্ষ
২। সিসি ব্লক দ্বারা নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	ঃ	২৫০০.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	২০০৪-০৫
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	২০০৫-০৬

৪। রাজশাহী শহর রক্ষা প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি রাজশাহী জেলা সদরের পবা ও বোয়ালিয়া থানায় অবস্থিত। রাজশাহী মহানগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের হাত হতে মহানগরীকে রক্ষার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকারের আমলে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পটি মূলতঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	ঃ ১৭.০০ কিঃমিঃ
২। রেগুলেটর/স্লুইস নির্মাণ	ঃ ১৯ টি
৩। গ্রোয়েন নির্মাণ	ঃ ৭টি
৪। স্পার	ঃ ১টি
৫। নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ ৫.০০ কিঃমিঃ
<u>প্রকল্পের উপকৃত এলাকা</u>	
১। নিস্কাশন এলাকা	ঃ ১৭১৫ হেক্টর
২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ	ঃ ৬৮৬৮ হেক্টর

৫। গঙ্গা নদীর বাম তীর প্রকল্প ঃ

রাজশাহী নাটোর ও পাবনা জেলার গোদাগাড়ী, পবা, চারঘাট, বাঘা, লালপুর ও ঈশ্বরদী উপজেলা পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর প্রকল্পের অবস্থান। বন্যা মৌসুমে পদ্মা নদীর পানি নদীর বাম তীরবর্তী বিস্তৃণ এলাকায় প্লাবন হতে রক্ষার নিমিত্তে এই প্রকল্পটি আশির দশকে প্রাথমিকভাবে কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বরাদ্দের অনুকুলে ৬৮.০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যাহা এই প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ। ইহা ছাড়া প্রকল্পভূক্ত ১৫৯.৫১৪ হেক্টর এলাকায় বন্যা মুক্ত ও সেচ সুবিধা নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে ৩ টি স্লুইচ গেইট, ইনলেট-আউটলেট সহ ৬ টি এবং ৩২.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল খনন করা হয়। উল্লেখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প অভ্যান্তরে ১৫৯.৫১৪ হেক্টর সেচ সুবিধা ও জমিতে কৃষি কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ এই বিশাল জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ -
২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	ঃ ৬৮.০০ কিঃ মিঃ।
৩। স্লুইচ নির্মাণ	ঃ ৩ টি
৪। ইনলেট/আউট লেট নির্মাণ	ঃ ৬ টি
৫। নিস্কাশন খাল	ঃ ৩২ কিঃ মিঃ।
৬। প্রকল্পের আরাম্ভ	ঃ -
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ -

৬।গঙ্গা নদীর বাম তীর বন্যা বাঁধ প্রকল্পাধীন চারঘাট সীমান্ত ফাঁড়ী রক্ষাকল্পে রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ উপ প্রকল্প ঃ

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত চারঘাট উপজেলাধীন পদ্মা নদীর বামতীরে চারঘাট বিওপি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান। ভৌগলিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারঘাট বিওপি রক্ষা এবং পদ্মা নদীর বন্যার পানি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ রোধকল্পে ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে বর্ণিত প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোট ২৩১.৪৬ লক্ষ টাকার পিপি ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের মধ্যে ২০০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ৩টি ইনলেট এবং ২০৮৫ মিটার বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত ছিল। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৫১.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শেষ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে চারঘাট বিওপি সহ তৎসংলগ্ন এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অংশে চারঘাট বিওপিতে ভূমি ক্ষয়সহ নদীর অপর পাড়ের ভারতীয় অংশে চর জাগা বন্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে নদী ভাঙ্গন রোধের ফলে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ১৫৬.৫০ লক্ষ।
২। সি সি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ ১৫১.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ২০০৪-২০০৫ইং।
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ২০০৫-২০০৬ইং।

৭। বারনাই প্রকল্প ঃ

রাজশাহী জেলার পবা, দূর্গাপুর, বাগমারা, পুঠিয়া ও নাটোর জেলার নাটোর সদর উপজেলা নিয়ে বারনাই নদীর ডান তীরবর্তী বিস্তৃণ বরেন্দ্র এলাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বৎসর বন্যার প্রাক্কালে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলেই বরেন্দ্র এলাকা হতে বৃষ্টির পানি নেমে আসে। উক্ত বৃষ্টির পানি অল্প সময়ের মধ্যে বন্যা আকারে শীব নদী ও বারনাই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রকল্প এলাকায় বন্যার সৃষ্টি করে। বারনাই নদীর বামতীর চলনবিল প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ থাকায় এবং বারনাই নদীর ডানতীর বরাবর বাঁধ না থাকায় প্রতি বৎসর বন্যার পানিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি রোধকল্পে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় আকারের বিল যথাঃ-বিলকাস্তা, বিলরাতয়াল, বিল বামশা ইত্যাদি অবস্থিত থাকায় পানি নিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার ফলে প্রতি বৎসর রবি শষ্যের আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভূক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে ৪৮,৩০০.০০ হেক্টর জমিতে নিবিড় চাষাবাদ ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি ১৯৮৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে শেষ হয় যাহার পিপি ব্যয় ছিল ৮,৩৪৪.৩২ লক্ষ টাকা। বর্তমানে প্রকল্পের মূল অবকাঠামো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরন এবং নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৮৩৪৪.৩২ লক্ষ।
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ ৪৪.০০ কিঃমিঃ।
৩। খাল খনন	ঃ ২৬২.০০ কিঃমিঃ।
৪। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ ১৪ টি।
৫। ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ	ঃ ৩২টি।
৬। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ১৯৮৪ইং।
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ১৯৯৫ইং।

৮। চলনবিল প্রকল্প পোল্ডার-‘ডি’ ঃ

চলনবিল প্রকল্প ‘পোল্ডার-ডি’ প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার মান্দা, নিয়ামতপুর এবং রাজশাহী জেলার তানোর, পবা, বাগমারা ও মোহনপুর উপজেলার ৫৩,০৫৬.০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে গঠিত। ১৫৫০ হেক্টর এলাকা সেচ, ৩৮,৫৩৮.০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন এবং ৫৩,০৫৬.০০ হেক্টর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা প্রদানের জন্য এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়। ১৯৮২ হতে ১৯৮৯ পর্যন্ত সময়ে ৩৭৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩২.২৮ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ১৩৪.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল, ১৮ টি রেগুলেটর, ৮টি আউটলেট, ৪২ টি ইনলেট এবং ১০টি ব্রীজ কালভার্ট নির্মিত হয়। ১৯৮৯ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর প্রকল্পে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপন্ন হতে থাকে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সেই সাথে মৎস চাষ প্রকল্প গড়ে উঠে এবং প্রকল্প এলাকার লোকজন প্রকল্পের সুফল পেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে অধিকাংশ জমিতে একটি মাত্র ফসল উৎপন্ন হতো এবং নিম্ন অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে কোন ফসলই করা সম্ভব হতো না। যদিও বা চাষাবাদ করত কিন্তু বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চাষাবাদই প্যানিতে ডুবে যেত। ফলে উক্ত এলাকার লোকজন দীর্ঘদিন ফসল না পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর প্রায় জমিতে ২/৩ টি ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। এতে প্রকল্প এলাকার লোকজন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং রাস্তা-ঘাট ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে।

দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে প্রকল্পের মূল অঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নিষ্কাশন খাল এবং অবকাঠামো সমুহ মেরামত ও সংস্কারের অভাবে প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। টেংরা ও মানসিংহপুর নামক স্থানে স্থানীয় জনসাধারণ বাঁধ প্রতি বৎসর কেটে দেয়, যার ফলে ঐ স্থানে বাঁধ বন্ধ করার আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমন্বিতভাবে প্রকল্পটিকে কার্যকর ও দীর্ঘ মেয়াদে টেকশই রাখার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের (Feasibility Study Report) সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত Integrated Water Resources Management of Chalan Beel Area Including Beel Halti Development Project শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করে সদয় অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪,২২,৫৬০.০০ হেক্টর এলাকায় নিয়ন্ত্রিত বন্যা ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি, ভুপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশ বান্ধব জলবায়ু বিদ্যমান থাকবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৩৭৩২.০০ লক্ষ।
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ ১৩২.২৮ কিঃমিঃ।
৩। খাল খনন	ঃ ১৩৪.০০ কিঃমিঃ।
৪। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ ১৮ টি।
৫। আউটলেট নির্মাণ	ঃ ৮টি।
৬। ইনলেট নির্মাণ	ঃ ৪২টি।
৭। ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ	ঃ ১০টি।
৮। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ১৯৮১-৮২ইং।
৯। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ১৯৮৮-৮৯ইং।

৯। কর্ণহার বড়বিলা প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি রাজশাহী জেলার পবা, তানোর ও গোদাগাড়ী উপজেলায় অবস্থিত। প্রকল্পভূক্ত এলাকাটি প্রায় প্রতি বৎসরই জোয়াখালী ও বারনাই নদীর বন্যার কবল হতে ফসলী জমি, বাড়ীঘর ও পশু সম্পদকে রক্ষার জন্য ১৯৬৩ সালে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। প্রায় ৮১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯৭৭ সালে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	ঃ	৩০.৬০ কিঃমিঃ।
২। রেগুলেটর	ঃ	৮ টি।
৩। ড্রেইনেজ ইনলেট/আউটলেট	ঃ	৯ টি।
৪। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৬৩ইং।
৫। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	১৯৭৭ইং।

১০। সীমান্ত নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহপুর ও চারঘাট বিওপি এলাকা রক্ষা উপ প্রকল্প ঃ

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত চারঘাট উপজেলাধীন পদ্মা নদীর বাম তীরে শাহাপুর নামক স্থানে এই প্রকল্পের অবস্থান। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহাপুর বিওপি ও তৎসংলগ্ন ভাঙ্গন কবলিত এলাকা রক্ষাকল্পে ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে বর্ণিত প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৪৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা পিপি ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ হলো ১১৭০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত বরাদ্দের অনুকুলে সর্বমোট ৫৩০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। যাহা অত্র এলাকার নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে অত্যন্ত সফল ভাবে কার্যকর হয়েছে। ভৌগলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী এই শাহাপুর বিওপি ও তৎসংলগ্ন এলাকা নদী তীর ভাঙ্গন রক্ষার মাধ্যমে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা অপরিবর্তিত রাখাসহ বর্ণিত প্রকল্পের এলাকায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নয়ন ঘটেছে। সেই সাথে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের মূল্যবান ভূ-ক্ষয় রোধ এবং ভারতীয় অংশে চর জাগা প্রক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৫৫৪.৫৭ লক্ষ
২। সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ	১১৭০.০০ মিটার
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	২০০৪-০৫ অর্থ বছর।
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	২০০৭-০৮ অর্থ বছর।

১১। সীমান্ত নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় চারঘাট-বাঘা থানা সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলার পদ্মা নদীর বামতীরে এই প্রকল্পের অবস্থান। পদ্মা নদীর তীর ভাঙ্গন হতে সীমান্তবর্তী চারঘাট ও বাঘা উপজেলার মূল্যবান জমি, আমবাগান, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রাচীন নিদর্শনসহ ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রক্ষা, ইন্দো-বাংলা সীমান্ত রেখা অপরিবর্তীত রাখার জন্য ৫২৫৯.৫৯ লক্ষ টাকা পিপি ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শুরু করা হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গের ৪৬০০.০০ মিটার তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ২০০৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়। এতে উল্লেখিত অংশে ভাঙ্গন রোধ হয় এবং বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে ক্ষয় ও ভারতীয় অংশে চর জাগার প্রক্রিয়া সীমান্তবর্তী এই এলাকায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৫২৫৯.৫৮ লক্ষ।
২। সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ	৪৬০০.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর।
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর।

১২। নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় শ্রীরামপুর, বশরী-হারুপুর, বেড়পাড়া-সোনাইকান্দিতে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধ উপ-প্রকল্পঃ

রাজশাহী মহানগরীর শ্রীরামপুর, বশড়ী হারুপুর ও বেড়পাড়া, সোনাইকান্দিতে পদ্মা নদীর ব্যাপক ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার জন্য উপ-প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। উপ-প্রকল্পটির আওতায় মোট ১১০০ মিটার প্রতিরক্ষামুলক কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৯৬৯.১৩ লক্ষ টাকা। ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৭৬৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯৫.৯২ মিটার প্রতিরক্ষামুলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৯৬৭.১৩ লক্ষ।
২। সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ	ঃ ১১০০.০০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর।
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর।

১৩। নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রসাদপুর জোতবাজার নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রোধ উপ-প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় অবস্থিত। মান্দা উপজেলার নিকট দিয়ে প্রবাহিত আত্রাই নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনের হাত হতে আত্রাই নদীর ডান তীরে অবস্থিত মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর বাজার ও জোত বাজার রক্ষার জন্য ১৪৭৮ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ৪৩৭.০৩ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল হতে ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ১৪৭৮.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে আত্রাই নদীর ডান তীরে অবস্থিত প্রসাদপুর বাজার এবং জোতবাজারে অবস্থিত মূল্যবান সম্পদ স্কুল-কলেজ, সরকারী অফিস, আদালত এবং বাজার সহ মূল্যবান সম্পদ নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৪৩৭.০৩ লক্ষ
২। সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	ঃ ১৪৭৮.০০ মিটার
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ১৯৯৯-২০০০
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ২০০৫-০৬

১৪। রাজাবাড়ী হতে বালিয়াঘাটা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পঃ

রাজশাহী জেলার “গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ী হতে বালিয়াঘাটা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ” নামক প্রকল্পটি একনেক সভায় ১১/০২/২০০৪ ইং তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ১৪/০৫/২০০৬ ইং তারিখে ডিপিইসি’র সভায় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অতি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ২০০৩-০৪ সালে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ী হতে বালিয়াঘাটা পর্যন্ত বিস্তৃণ এলাকার গুরুত্বপুর্ন চাপাঁইনবাবগঞ্জ রাস্তা, অসংখ্য স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, উপজেলা সদর, পৌরসভা এলাকা সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদকে পদ্মা নদীর অব্যহত ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য প্রকল্পটি প্রনীত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৫৫.৩০ লক্ষ টাকা। ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৯৪৬৩.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,৩৫৯.৫০ মিটার প্রতিরক্ষামুলক কাজ বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সীমানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে নতুনভাবে নদী ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় বোর্ডের নির্দেশে চিহ্নিত অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪.১৫০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের অংশে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য ২য় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্পের পিপি ব্যয়	ঃ ১৭৭৫৫.৩০ লক্ষ টাকা।
২। সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ	ঃ ২০১০০.৫০ মিটার।
৩। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ২০০৩-২০০৪ ইং।
৪। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ২০০৮-০৯ ইং।
৫। প্রকল্পের মোট ব্যয়	ঃ ৯৪৬৩.১৮ লক্ষ টাকা।
৬। মোট বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষা কাজ	ঃ ১১৩৫৯.৫০ মিটার।

১৫। সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্প, স্টীফ-২ ঃ

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলা শহরের সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বর্জ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুবিধার উন্নয়ন এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যৌথভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার উন্নয়ন এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজশাহী জেলার মহানগরী এলাকা দীর্ঘ মেয়াদে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুবিধার উন্নয়ন এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। রাজশাহী অংশের প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ রাজশাহী মহানগর।

২। প্রকল্পের পিপি ব্যয় ঃ ১১৬৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (ওপেক-২০.৪০%, এডিবি-৭০.০০% এবং জিওবি-০৯.৬০%)।

৩। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহঃ-

(ক) সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ	ঃ ৬.৬৬০ কিঃমিঃ।
(খ) নিস্কাশন খাল পুনঃখনন কাজ	ঃ ১৭.২৫০ কিঃমিঃ।
(গ) বাঁধ পুনরাকৃতিকরন কাজ	ঃ ১৭.২০০ কিঃমিঃ।
(ঘ) গ্রোয়েন মেরামত কাজ	ঃ ৫টি।
(ঙ) রাস্তা পাঁকাকরন কাজ	ঃ ১০.৫০০ কিঃমিঃ।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হতে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত।

১৬। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজসহ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা, পাঁকা রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, ফলের বাগান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা করা। নদীর মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন রোধ করে এবং নদীর বাম তীর সুদৃঢ় করে তীরবর্তী ভূমিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলাধীন সারদা/রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের সম্মুখ ও ইউসুফপুর এলাকা।

২। প্রকল্পের পিপি ব্যয়/বাস্তব ব্যয় ঃ ৮৬৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা/৮০১৪.১৩ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

৩। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহ ঃ-

(ক) বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত তীর প্রতিরক্ষা কাজের পুনর্বাসন কাজ	ঃ ১.২০০ কিঃমিঃ।
(খ) নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	ঃ ১.০৮০ কিঃমিঃ।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই/২০১৫ ইং হতে ডিসেম্বর/২০১৭ ইং।

১৭। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অর্ন্তভূক্ত সোনাইকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প।

সোনাইকান্দি হতে বুলনপুর এলাকায় প্রায় ১২,৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা সমতুল্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পাঁকা রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, ফলের বাগান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা করা। পদ্মা নদীর ক্রমাগত ভাঙ্গন হতে বামতীরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও সংলগ্ন পবা এলাকার প্রায় ৮০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষা সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। নদীর মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন রোধ করে নদির বাম তীর সুদৃঢ় করা এবং তীরবর্তী ভূমিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ রাজশাহী মহানগরের বুলনপুর হতে পবা উপজেলার সোনাইকান্দি পর্যন্ত।

২। প্রকল্পের পিপি ব্যয়/ বাস্তব ব্যয় ঃ ২৬,৮১৭.০০ লক্ষ টাকা/২৩,৯৬০.৪৯ লক্ষ টাক (জিওবি)।

৩। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহ ঃ-

(ক) সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ	ঃ ৪.৯০৫ কিঃমিঃ।
(খ) নদী খনন কাজ	ঃ ২.৭০৪ কিঃমিঃ।
(গ) গ্রোয়েন মেরামত কাজ	ঃ ০২ টি।
(ঘ) স্পার মজবুতি করন কাজ	ঃ ০১ টি।
(ঙ) অফিস/কলোনী পুনর্বাসন কাজ	ঃ অফিস বিল্ডিং এবং ০৩টি কোয়াটার।

৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ জুলাই/২০১৬ ইং হতে জুন/২০১৯ ইং।